প্রথম আলো
বুধবার, ১২ আগস্ট ২০২৬, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩৩

প্রকৌশলী থেকে কৃষি উদ্যোক্তা

সমন্বিত কৃষিখামার

মাত্র তিন বছরেই বেশ লাভবান হয়েছেন মেছবাহ। তাঁর সমন্বিত কৃষিখামার দেখে গ্রামবাসীও কৃষিকাজে আগ্রহী হচ্ছেন।

রাজিউল ইসলাম, *দিনাজপুর*

কখনো তিনি পুকুরে মাছের খাবার ছিটাচ্ছেন, কখনো-বা ব্যস্ত নার্সারিতে। এই ভার্মি কম্পোস্ট সারের খামারে আছেন তো খানিক পরেই কলার বাগান কিংবা মরিচখেতে শ্রমিকদের সঙ্গে কাজ করছেন। মুহূর্তেই আবার মোটরসাইকেলে চড়ে ঘুরে বেড়ান নিজের কৃষিখামারের এমাথা-ওমাথায়। এভাবেই প্রতিদিন ভোর থেকে সন্ধ্যা—রাত অবধি ভীষণ ব্যস্ততার মধ্যে সময় কাটে ২৭ বছর বয়সী কৃষি উদ্যোক্তা মেছবাহুল ইসলামের।

আলাপ করে জানা গেল, কৃষিখামার করে মাত্র তিন বছরেই আর্থিকভাবে বেশ লাভবান হয়েছেন মেছবাহ। এরই মধ্যে খামারের আয় থেকে ২০ লাখ টাকার বেশি ব্যয়ে নির্মাণ করেছেন অফিস ও গুদাম। তাঁর সমন্বিত কৃষিখামার দেখে গ্রামবাসী ও আশপাশের এলাকার মানুষেরও বাণিজ্যিক কৃষিকাজে আগ্রহ বাড়ছে। সেই সুবাদে স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে তিনি হয়ে উঠেছেন 'কৃষি পরামর্শক মেছবাহ'।

দিনাজপুর শহর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে ভারত সীমান্তঘেঁষা বিরল উপজেলার বামনগাঁও গ্রাম। সেখানেই পৈতৃক ২০ একরের সঙ্গে বর্গা জমি মিলিয়ে ৩৫ একরে মেছবাহ গড়ে তুলেছেন সমন্বিত কৃষিখামার মেছবাহুল ইসলাম। বাবা লুৎফর রহমান পেশায় শিক্ষক। দুই ভাই ও এক বোনের মধ্যে মেছবাহ বড়। ২০২৩ সালে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) সিভিল বিভাগ থেকে পড়াশোনা শেষ করেছেন। এরপর চাকরির পেছনে না ছুটে স্ত্রী মুমতাসিনকে সঙ্গে নিয়ে মনোযোগ দেন কৃষিতে। গড়ে তোলেন 'এগ্রো টরটোইজ' কৃষি সেবাকেন্দ্র।

সম্প্রতি সরেজমিনে গিয়ে আলাপ করে জানা যায়, বর্তমানে ১০ একর আয়তনের তিনটি পুকুরে দেশি-বিদেশি মাছ চাষ করছেন মেছবাহ। ১০ একর জমিতে চলছে কলা, পেঁপে, মরিচ, ক্যাপসিকাম, শসা, আদা ও করলাসহ বিভিন্ন সবজির আবাদ। আছে দেশি গরুর খামার, হাঁস পালন, ভার্মি কম্পোস্ট সার উৎপাদন এবং সুগন্ধি জাতের ধানের আবাদ। অফিসসংলগ্ন জমিতে আম, লিচু ও আঙুরসহ বিভিন্ন জাতের গাছের চারা প্রস্তুত করে বিক্রি করা হচ্ছে। খামারে প্রতিদিন ১৫ থেকে ২০ জন শ্রমিক কাজ করেন। চলতি মৌসুমে শুধু লিচু, কলা ও করলা বিক্রি হয়েছে ১০ লাখ টাকার বেশি।

খামার ঘুরে দেখা যায়, পুকুরের চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া। সেই বেড়া লতিয়ে রয়েছে করলাগাছ। সারিবদ্ধ পেঁপেগাছে ধরেছে পেঁপে। কয়েকজন শ্রমিক লিচুর চারা টবে ভরছেন। কলাবাগানে ঝুলছে কলার কাঁদি। পাশেই প্রস্তুত করা হচ্ছে কলার চারা। চলছে ভার্মি কম্পোস্ট সারের বেচাকেনা। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে জমি চাষের টিলারসহ নানা ধরনের আধুনিক কৃষিযন্ত্র। খামার এলাকায় লাগানো হয়েছে ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরা। অফিসে বসে মেছবাহ অনলাইনে এটা-ওটা বিক্রির ফরমায়েশ নিয়ে সেই মতো সরবরাহের নির্দেশ দিচ্ছেন। অফিসে বসেই মাঝেমধ্যে ড্রোনের সাহায্যে প্রকল্প এলাকা তদারকি করেন তিনি।

নিজের অফিসে ল্যাপটপে কাজ করছেন কৃষি খামার 'অ্যাগ্রো টারটোইজের উদ্যোক্তা মেছবাহুল ইসলাম। **সম্প্রতি তোলা ছবি।** প্রথম আলো

> **আমার একজন ছাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া শেষ করে একটা ভিন্ন প্ল্যাটফর্মে কিছু করার স্বপ্ন দেখেছে। আমি তাঁর সেই স্বপ্নপূরণে সহায়তার চেষ্টা করেছি।**
>
> **নাইমুল হুদা**, মেছবাহর শিক্ষক (চুয়েট), অধ্যাপক, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়

ইঞ্জিনিয়ার যেভাবে কৃষিতে

মেছবাহুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* জানান, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (চুয়েট) ভর্তির দুই বছরের মাথায় বিয়ে করেন তিনি। স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই নতুন নতুন জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর শখ ছিল। তাই ভ্রমণের বাড়তি ব্যয় মেটাতে 'শৈলআঁখির রন্ধনশৈলী' নামের একটি ফেসবুক পেজের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হল ও আশপাশের মেসে রান্না করা খাবারের ব্যবসা শুরু করেন, যা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

২০২০ সালে করোনাভাইরাসের সময় স্বামী-স্ত্রী দিনাজপুরে চলে আসেন। ঘরবন্দী অবস্থায় রেজিন দিয়ে বিভিন্ন ফুল ও ফলের নকশায় জুয়েলারি বানানো শুরু করেন মেছবাহ। পাশাপাশি অনলাইনে আম বিক্রি করেন। মেছবাহ বলেন, 'এই দুটি ব্যবসায় এতটাই সাড়া পেয়েছিলাম যে মাত্র দুই সপ্তাহে খরচ বাদ দিয়ে ৪৮ হাজার টাকা লাভ করি। এরপর নিজেরাই চারা উৎপাদন করে বিভিন্ন সবজির চাষ শুরু করি। ইউটিউবে কৃষিবিষয়ক বিভিন্ন ভিডিও প্রোগ্রাম দেখতাম। প্রথমবারের মতো স্কোয়াশ ও ক্যাপসিকাম চাষ করে বেশ ভালো মুনাফা হয়। সে জন্য কৃষির প্রতি একটা আলাদা টান অনুভব করি।'

মেছবাহ জানান, ২০২৩ সালে পড়াশোনার পাট চুকিয়ে দিনাজপুরে ফেরেন। কৃষিভিত্তিক ব্যবসার কথা ভাবেন; কিন্তু হাতে পুঁজি নেই। তখন ক্রাউড ফান্ডিং বা গণ-অর্থায়নের কথা মাথায় আসে। নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নাইমুল হুদার সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি দুই লাখ টাকা দেন। ধীরে ধীরে আরও অনেকে এগিয়ে আসেন। বর্তমানে মেছবাহর 'এগ্রো টরটোইজ' খামারে ক্রাউড ফান্ডিংকারীর সংখ্যা ৩৭। তাঁদের বিনিয়োগের পরিমাণ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। তাঁদের অনেকে লভ্যাংশও পেতে শুরু করেছেন। এ বছর ৮০ শতাংশ বিনিয়োগকারী ৪ থেকে ১৫ শতাংশ লভ্যাংশ পেয়েছেন, যা পরিমাণে প্রায় সাড়ে চার লাখ টাকা। আগামী এক বছরে হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের আশা করছেন তিনি।

ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে কৃষক হওয়াটা প্রথমে গ্রামবাসী এমনকি পরিবারও সহজে মানেনি; বরং নানা প্রশ্ন করেছে। তবে এখন সবাই তাঁকে অনুপ্রেরণা মনে করেন বলে জানান মেছবাহ। তিনি বলেন, 'সবাই মনে ভেবিছিল পারব না; কিন্তু আমি বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলাম। তাই বাবার জমিও বর্গা নিয়েছি। সবচেয়ে বড় কথা, বিনিয়োগকারীরা আমার ওপর আস্থা রেখেছেন।'

আগামী সময়েদেশের বাইরেও কৃষিখামার করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানান মেছবাহ।

বামনগাঁও গ্রামের কৃষক আইনুল ইসলাম বলেন, 'ভাইজতা হামার ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করিহেনে আবাদসাবাদ (কৃষিকাজ) করছে, মাছ চাষ করছে। গ্রামের বহুত মানুষ বহু কথাবার্তা কহেচে। অথচ অ্যালা হামরায় ওর অফিসত আইসে ওরঠে না বিভিন্ন পরামর্শ নেছি, ভালো-মন্দ জানছি।'

মেছবাহর চুয়েটের শিক্ষক নাইমুল হুদা বর্তমানে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত। তিনি প্রথম *আলোকে* বলেন, 'ওর ফেসবুক ওয়ালে কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন পোস্ট দেখতাম। গত বছর ওর সঙ্গে যোগাযোগ করে দিনাজপুরে যাই। কৃষির প্রতি নিজেরও আগ্রহ ছিল। পরে ওর খামার দেখে ভালো লাগে। দুই লাখ টাকা তহবিলও দিয়েছি। সামনের মাসে লভ্যাংশ পাওয়ার কথা আছে। ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করে একটা ভিন্ন প্ল্যাটফর্মে আমার একজন ছাত্র স্বপ্ন দেখেছে। আমি তার সেই স্বপ্নপূরণে সহায়তার চেষ্টা করেছি।'

বিরল উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রুম্মান আক্তার বলেন, 'আমি মেছবাহর প্রজেক্টগুলো দেখেছি। খামারে নিরাপদ সবজি ও চারা উৎপাদনে কাজ করছেন তিনি। কৃষি বিভাগ তাঁকে নিয়মিত পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করছে।'